এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো হবে না

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র
শাইখ আল-মুজাহিদ আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী
(হাফিজাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র

শাইখ আল-মুজাহিদ আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী

(হাফিজাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো হবে না

অনুবাদ:

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

"এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো হবে না"

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, যাকে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

{হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, অবিচল থাক এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।} [আল ইমরান:২০০]

অবশ্যই যারা জিহাদের পথে চলেন তাদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেছি।

তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা অল্প কিছুদূর পথ চলেছে কিন্তু রাস্তার শুরুতেই কোন কঠিন অবস্থা দেখেছে এবং কষ্টের কারণে বসে পড়েছে।

আর কিছু ব্যক্তি যারা রাস্তার মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অতঃপর তারা বিপদাপদ ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখেনি। ফলে সে সেখানেই থেকে যায় এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

এবং আরও কিছু ব্যক্তি যারা রাস্তার প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অতঃপর ধৈর্য্য হারিয়েছে ও পেছনে ফিরে গেছে।

এসকল লোকের হুকুম ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি এ পথে এক কদমও চলেনি।

এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছে যাকে শয়তান প্রবৃত্তি বা সংশয়ের দ্বারা পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর সে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তার কর্মসমূহ নষ্ট হয়েছে। অথচ সে ধারণা করে যে, সে উত্তম আমল করছে।

এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছে যাকে আল্লাহ ইলমের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেছেন।

এবং (জ্ঞানীদের মধ্যে) অল্প কিছু ব্যক্তি কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জিহাদের পথে চলেন, ধৈর্য্য ধরেন ও অটল থাকেন, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন, সেজন্য যা আল্লাহ তাদেরকে জন্য অঙ্গীকার করেছেন।

নিশ্চয় ইরাকের জিহাদে আমাদের জন্য অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা ছিল। আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি এবং তাকে জমিনের ওপরে আমাদের সামনে চলতে দেখি, যার বাস্তবতায় আমরা প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ও প্রতি মুহূর্তে বসবাস করি।

আর মুজাহিদের মত কেউ কুরআন বুঝে না এবং মুজাহিদের মত কেউ দ্বীনও জানেনা।

অবশ্যই আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছিলেন। অতঃপর আমাদের জন্য ইরাকে জিহাদের দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন। তাই মুহাজিরগণ(দেশত্যাগী) ছুটে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে একত্রিত হয়েছিলেন। ফলে তাওহীদের পতাকা সমুন্নত হয়েছিল। জিহাদের বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুহাজির ও আনসারদের (সাহায্যকারী) ছোট্ট একটি দল ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত সর্বোচ্চ শক্তিধর বাহিনীর বিরুদ্ধে পুরানো অস্ত্র নিয়ে, অনাবৃত দেহে, আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য (যুদ্ধে) নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের দেহ ইরাকে, তাদের আত্মা মক্কায় অবরুদ্ধ, তাদের হৃদয় বাইতুল মাকদিসে (জেরুজালেম)এবং তাদের দৃষ্টি রোমের প্রতি নিবদ্ধ।

অতঃপর যুদ্ধ কঠিন হল, অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হল, ফলে যারা টিকে থাকার তারা টিকে থাকল, আর যারা ছিটকে যাওয়ার তারা ছিটকে পড়ে গেল এবং আল্লাহ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করলেন। তাদের হাত শক্তিশালী হল, স্বপ্ন বড় হতে থাকল। ইরাকের মুজাহিদগণ নিজ জামায়াতের এবং মুসলিমদের ঐক্যের ব্যাপারে অধিক সতর্ক ছিলেন।

শাইখ আবু মুসআব আজ-জারকাওয়ি, শাইখ উসামা (আল্লাহ তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন) কে খুব দ্রুত বায়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) দিলেন, (এর মাধ্যমে) মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করার জন্য এবং মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধির জন্য।

এটি ছিল একটি বরকতময় বায়াত, যার অনুসরণ করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রমাগতভাবে একই ধরনের বায়াত আসতে থাকল। মুমিনদেরকে তা আনন্দিত করলো এবং মুজাহিদগণের চিন্তা দূর করল এবং স্বপ্ন পূরণ নিকটবর্তী হল এবং যুদ্ধ তীব্রতর ও উত্তপ্ত হল, সারিগুলো পৃথক হতে লাগল, যারা লাঞ্ছিত হওয়ার তারা লাঞ্ছিত হল, আর

যারা বিচ্যুত হওয়ার তারা বিচ্যুত হল, যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার তারা পথভ্রষ্ট হল আর মুজাহিদগণ অটল থাকলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিলেন এবং মুজাহিদদের মজলিশে শুরা গঠিত হল। এবং অল্প কয়েক মাসে আল্লাহ তাদেরকে সামর্থ্য দান করলেন, ফলে তারা 'দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণা করেন এবং তারা তা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং অবশেষে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

মুজাহিদগণ বিভিন্ন তানজীমের সংকীর্ণতা পেরিয়ে দাওলার প্রসস্ততার দিকে আসলেন। দাওলাহ'র আমীর (আবু উমার আল বাগদাদী) এবং যুদ্ধ-মন্ত্রী (আবু হামজা আল-মুহাজির) (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) 'আল-কায়দা ইন ইরাক' বাতিল ঘোষণা করেন। এভাবে অবিশ্বাসীদের অন্তর ভয়ে পরিপূর্ণ হল এবং তারা নব্য দাওলার বিরুদ্ধে রাত-দিন ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা তাদের সকল শক্তি একত্রিত করল এবং সকল শক্তি এর বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করল, তারপরেও তা আল্লাহর অনুগ্রহে একাই টিকে থাকল। কারণ এর নেতাদের স্পষ্ট পরিকল্পনা, দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য, পতাকার স্বচ্ছতা ও মানহাজের(পন্থার) পরিছন্নতা ছাড়া কিছুই জানা ছিল না। তারা তোষামোদ করেনি এবং দ্বীনের কোন বিষয়ে ছাড় দিয়ে কারও সন্তুষ্টি চায়নি, কখনও চায়নি! আল্লাহর পথে তারা কখনই কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করেনি ।

এবং দিনকে দিন যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠছে, দাওলাহ অধিক শক্তিশালী ও দৃঢ়তর হচ্ছে, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। মুহাজির ও আনসারগণ তার পতাকা তলে একত্রিত হচ্ছেন, বিভিন্ন গোত্র থেকে আলাদা হয়ে, খিলাফাহর পথে অব্যাহত থাকছেন। তারা অটল ও দৃঢ়পদ, যুদ্ধ তীব্রতর হলো এবং দাওলাহ বিস্তার লাভ করতে থাকল। শত্রুরা এবং দাওলাহ'র বিরোধীরা একই ধনুক থেকে (তীর) নিক্ষেপ করতে শুরু করল, এছাড়াও বিদায়াতী, অন্যায়কারী ও অপরাধীরা একত্রিত হল। এসবের মধ্য দিয়েও, মুজাহিদদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে, তাদের উপরে কথা না বলে, তাদের নির্দেশের বা মতামতের বিরোধিতা না করে, মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা করে এবং অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও আহলে জিহাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী তাদেরকে যথাযথ সম্মান করে দাওলাহ টিকে থাকল।

হ্যাঁ, আমরা সম্মান করেছি এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছি, জামায়াতকে রক্ষা করেছি এবং আমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছি, যদিও আমরা এমন কিছু কাজ দেখেছি ও শুনেছি যা আমরা অপছন্দ করতাম। তা সত্ত্বেও আমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছি এবং অটল থেকেছি, আমরা ভালো দিকসমূহ প্রচার করেছি এবং দোষত্রুটি গোপন করেছি, যতক্ষণ না আমরা বিচ্যুতি

দেখতে শুরু করলাম। তারপরেও আমরা ধৈর্য্য ধারণ করলাম এবং আমাদের অগ্রগামীদের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে অজুহাত খুঁজলাম, কিন্তু বিষয়টি ভয়াবহ হয়ে গেল এবং বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে গেল।

নিশ্চয় আমরা ও আমরা আমাদের বিষয়ে যা অস্বীকার করি

তা হল ঐ ষাঁড়ের মত যাকে তরবারী বহনকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়

অথবা তার মত যাকে পরিবারের পক্ষ থেকে বিচার করা হয়

একজন সতী মেয়ে হিসেবে যার বয়স নয় ।

আমরা একে রক্ষা করছিলাম যদিও তাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়,

তার জন্য যে পট্টি সেলাই করে, বড়ই কষ্টের বিষয় ।।

অবশ্যই তানজীম আল-কায়দার নেতারা সঠিক মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আমরা এ ব্যাপারে বলছি অথচ কষ্ট আমাদের মর্মমূলে আঘাত করছে আর আমাদের অন্তর তিক্ততায় পূর্ণ। আমরা এটা বলছি সকল প্রকার মনোক্ষুণ্ণতা নিয়ে, আর আমরা কতই না চেয়েছিলাম একথা না বলতে, কিন্তু আমাদের ওপর জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা সত্য বলব এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। অবশ্যই (তাদের) বদলে যাওয়া ও পরিবর্তন হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে গেল, নিশ্চয় বর্তমানের আল-কায়দা জিহাদের আল-কায়দা নয়, সুতরাং এটি আর জিহাদের ভিত্তিও নয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এর প্রশংসা করে, তাগুতের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব দেখায়, অর্থ বিকৃতকারী ও পথভ্রষ্টরা এর সাথে নরম নরম কথা বলে।

আল কায়দা এখন জিহাদের ভিত্তি নয়, সাহওয়াত ও ধর্মনিরপেক্ষরা এর সাথে একই সারিতে রয়েছে, অতীতে যা তাদের বিরোধী ছিল, অথচ তারা এখন এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

নিশ্চয় বর্তমানে আল-কায়দা জিহাদের ভিত্তি হিসেবে স্থগিত হয়ে গেছে, বরং এর নেতৃত্ব এমন একটি কুড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ এবং আগত খিলাফাহ এর ধ্বংসকামী পরিকল্পনাকে সহায়তা করছে।

তারা তাদের মানহাজ পরিবর্তন করেছে, তারা সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে, তারা বিদ্রোহীদের বায়াহ গ্রহণ করেছে, তারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে, তারা ইসলামী দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে যা মুয়াহহিদদের রক্ত ও খুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে দাওলাহ'র প্রশংসা ও সমর্থন করেছে সকল জিহাদের নেতারা, এবং তারা এর বৈধতা বছরের পর বছর বজায় রেখেছে গোপনে ও প্রকাশ্যে, এমনকি তারাও যারা এর বিরুদ্ধে আজকের দিনে যুদ্ধ করছে। এটা এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যখন তারা দাওলাহ'র আমীর ও সৈনিকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করত এবং এর উপকারিতা স্বীকার করত এবং নিকট অতীতকে স্বীকৃতি জানাতো যা প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে ঋণ হয়েছিল। কী পরিবর্তন হয়েছে? আমীর একই, নেতৃত্ব একই, সৈনিক একই এবং মানহাজও একই! তাহলে কোন পরিবর্তনের কারণে আল-কায়দার নেতৃত্ব আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে? এবং আমাদেরকে ইবনে মুজলিমের বংশধর বলছে ও খাওয়ারিজদের কাতারে ফেলছে?! নিজেদের জন্য আল্লাহকে ভয় কর! মুজাহিদদের জন্য আল্লাহকে ভয় কর! তোমাদের কাছে কী প্রমাণ আছে যে মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিচ্ছ, তোমরা তাদের রক্ত ঝরাচ্ছ, তাদের দাওলাহকে ধ্বংসের জন্য কাজ করছ এবং এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছ! তোমাদের রবের নামে বল, তোমাদের প্রমাণ কী?! নিশ্চয় এই অপবাদগুলি কোন প্রমাণ ছাড়াই দেওয়া হয়েছে, এটা কখনই আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে বাঁচাবে না, এ জন্য যে তোমাদের কারণে মুহাজির ও আনসারদের রক্ত ঝরেছে, যার প্রতিটি ফোঁটার হিসাব দিতে হবে। তোমরা কি ভুলে গেছ যে শীঘ্রই তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে? অথচ তোমাদের শত্রু হল মুহাজির ও আনসার?! এবং তারা তোমাদের ঘাড় ধরে জবাব চাইবে, "হে প্রভু, নিশ্চয় এরা আমাদেরকে খাওয়ারিজ বলে অপবাদ দিয়েছে, তারা মুসলিমদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়েছে, তারা মুয়াহিদ মুজাহিদদেরকে তাদের ফাতওয়ার মাধ্যমে হত্যা করেছে, যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে তোমার দ্বীনের বিজয়ের জন্য, তারা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে তোমার কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, এবং তারা তাদের ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে বিলিয়ে দিয়েছে তোমার আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

হে প্রভু, নিশ্চয় তারা তাদের কাজের মাধ্যমে মুজাহিদদের দুর্বল করেছে, এবং তারা কাফিরদেরকে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য উল্লাসিত করেছে, তারা কাফিরদেরকে তাদের (মুজাহিদ) বিরুদ্ধে শক্তিশালী করেছে এবং তারা নির্যাতিত মুসলিমদের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়েছে।

হে প্রভু, নিশ্চয় তারা অনেক দূরের শহরে বসে ছিল, তারা তাদের নিজের চোখ দিয়ে দেখেনি বা নিজের কান দিয়ে শুনেনি, তারপরেও তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ও অনুমোদন ছাড়া অপ্রমাণিত অভিযোগ করেছে।

হে প্রভু, নিশ্চয় তারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করেছে প্রত্যেক ভূমিতে।

হে প্রভু, তারা নিজেরা কোন কাজ করে অন্যকে দোষ দেয়।

হে প্রভু, তারা আমাদের রক্ত ঝরানোকে হালাল মনে করে এবং রক্ত ঝরানোর অনুমতি দেয় এবং আমাদেরকে হত্যা করে, তখন আমরা যদি তাদেরকে ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের ধ্বংস করে, আর আমরা যদি নিজেদের রক্ষা করি এবং তাদের জবাব দিই, তখন মিডিয়ার সামনে চিৎকার করে এবং আমাদের খাওয়ারেজ বলে ।

হে প্রভু, তাদের কে জিজ্ঞাসা কর তারা কেন শাইখ আব্দুল আজিজ[1] (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এর জন্য কাঁদেনি, কেন তারা তাঁর ঘাতকের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়নি বা তারা কেন চায়নি যে ঘাতকের রক্ত ঝরুক বা সে বৃদ্ধ বয়সে জেলখানার মধ্যে ধ্বংস হোক? এটা কি এ কারণে যে সবাই সুনিশ্চিত যে দাওলাতুল ইসলাম তাঁকে হত্যা করেনি? এবং তারা কি নিশ্চুপ থাকত যদি তারা না জানত যে কে ছিল হত্যাকারী? বা তারা কি দাওলাহ কে অভিযুক্ত করে ?

হে প্রভু, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কেন তারা একইভাবে সিনাই এর মুয়াহিদদের ঘাতকের সমালোচনা করেনি? কেন তারা ঘাতকদের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেয়নি? এবং কেন তারা তাগুতের প্রশংসা করে এবং তাদের জন্য দোয়া করে?!

হে আল্লাহ, নিশ্চয় তারা মুজাহিদ, সাহাওয়াত ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে পার্থক্য করে না। তারা সবাইকে একত্র করে বলেছে যে তারা উম্মাহ, তারা তাদেরকে মুজাহিদ বলেছে এবং তাদের দোয়া করেছে, সমর্থন করেছে এবং সাহায্য করেছে এবং এভাবে দশকের পর দশক জিহাদকে বিলম্ব করেছে।

---

[1] আবু আবদুল আজিজ কাতারী (রাহিমাহুল্লাহ); আফগান-ফেরত প্রবীণ এই মুজাহিদ জুনদুল আকসা-র অন্যতম কমান্ডার ছিলেন যাকে জামাল মারুফের মিলিশিয়ারা (ফ্রী সিরিয়ান আর্মি) ইদলিবে নির্মম ভাবে হত্যা করে।

হে মুসলমানেরা! হে মুয়াহিদেরা! আমরা অত্যাচার সহ্য করেছি এবং চুপ থেকেছি, যাতে জিহাদের প্রতীক ও চিহ্ন মুছে না যায় এবং মানুষ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষায় না পড়ে। আমরা ধৈর্য্য ধরে ও সহ্য করে আসছি, যাতে সবাই একত্রিত হয়। কিন্তু আমরা সেটার কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না, কোন রাস্তাই না! কারণ আল-কায়েদা মানহাজ থেকে পথচ্যুত হয়েছে, তারা বদলে গেছে ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

দাওলাহ ও আল-কায়দার মধ্যে পার্থক্য কোন ব্যক্তির হত্যার ব্যাপারে নয় বা নির্দিষ্ট কাউকে বায়াহ দেওয়ার জন্য নয়। এবং এ পার্থক্য কোন সাহাওয়াতের সাথে লড়াই এর জন্য নয় যারা পূর্বে ইরাকের মুজাহিদদের সমর্থন করেছিল। বরং পার্থক্য বিকৃত ধর্মের জন্য, ভ্রষ্ট মানহাজের জন্য যা পরিবর্তিত হয়েছে ইব্রাহিম (আলাইহি সালাম) এর দ্বীন থেকে, তথা তাগুতকে অস্বীকার করা এবং তাগুতের সমর্থকদের ও তাদের জিহাদ থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করা। এটি এমন একটি মানহাজ যা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সন্তুষ্টির পিছনে দৌঁড়ায়। এটি এমন একটি মানহাজ যা সরাসরি জিহাদ ও তাওহীদের ঘোষণা দিতে লজ্জাবোধ করে এবং তাদেরকে গণঅভ্যুত্থান, জনপ্রিয়তা, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, প্রজাতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। এমন একটা মানহাজ যা অপবিত্র রাফেদি-শিয়া, মুশরিকদের শুধু দাওয়াত দিতে বিশ্বাসী, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নয়।

এখন আল-কায়দা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পিছনে দৌঁড়ায় এবং সবাইকে একত্রে উম্মাহ হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখায়। এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড) এর তাগুত, যে মুজাহিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং যে পরম দয়াময় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া বিচার করে, তার জন্য আল-কায়দার পক্ষ থেকে দোয়া করা হয় এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় এবং তাকে উম্মতের আশা ও বীরপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় । আমরা জানি না তারা কোন উম্মতের কথা বলছে এবং কোন তিক্ত পরিণতির অপেক্ষায় আছে!

এখন খ্রিস্টানরাও যোদ্ধা হয়ে গেছে এবং হিন্দু ও শিখ এবং অন্য মুশরিকরা জাতি ভাই হয়ে গেছে এবং তাদের সাথে শান্তি, স্থিরতা ও মৃদু মন্দভাবে বসবাস করা জরুরী হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ, না! একদিনের জন্যও এটা দাওলাহ'র মানহাজ ছিলনা এবং কখনও হবেনা! জনগণ কে অনুসরণ করা দাওলাহ'র কাজ নয়। যদি তারা ভালো কাজ করে, তাহলে তাদের জন্য ভালো আর তারা যদি খারাপ কাজ করে তাহলে তাদের জন্য খারাপই হবে। দাওলাহ'র মানহাজ এটাই থাকবে তথা কুফর বিত-তাগুত, তার ও তার

সমর্থকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা দেওয়া এবং তাদের সাথে তরবারী ও বর্শার মাধ্যমে লড়াই করা এবং তা হবে চূড়ান্ত যুক্তি ও প্রমাণের সাথে। তাই যে কেউ এতে রাজি হয় তাকে অভিনন্দন আর যে ভিন্ন মত দেখায় তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না যদিও সে নিজেকে 'উম্মাহ' বলে, যদিও দাওলাহ একটা তাঁবুতে থেকে যায়, আর গোটা দুনিয়া অন্য তাঁবুতে যায়।

হে মুসলিমগণ, এটা আমাদের মানহাজ যেখান থেকে আমরা সরে যাব না, ইনশাআল্লাহ, যদিও এ কারণে আল-কায়দা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যদিও আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই ও আমাদের মধ্য থেকে কেবল একজন ব্যক্তি টিকে থাকে। হে মুজাহিদিন, হে মুজাহিদিন, দাওলাতুল ইসলামকে ইরাকে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়, সাইক্স-পিকট[2] প্রণীত সীমানার পেছনে। তারা তাদের বার্তায় এ আবেদনকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে কখনও ক্ষান্ত হয়নি। এ অবস্থা ছিল তিন মাস পূর্ব পর্যন্ত, তারপর তারা আমাদেরকে হুমকি দিল এবং দরাদরি করতে লাগল, যেন আমরা ইরাকে ফিরে যাই। কিন্তু যখনই দাওলাহ আল্লাহর আনুগত্য করতে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হুকুম মানতে এবং যেসব বিষয়ে আগের জিহাদের নেতারা সম্মত হয়েছেন তা মানতে দৃঢ় থাকল, তখন এর মানহাজকে খারেজী হারুরি মানহাজ বলে আখ্যা দেওয়া হল! না বরং তার থেকেও খারাপ! বলা হল যে এরা(দাওলাহ) মানুষকে মিথ্যা বলে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ধোঁকাবাজি করে এবং নিজের আসল চেহারা গোপন রাখে। তারা(আল-কায়দা) খোলামেলা ভাবে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অজুহাত তালাশ করে। তাই তারা একজন কে মারার অভিযোগকে অজুহাত বানাল, যাতে এ প্রজেক্ট ধ্বংস হয়ে যায় এবং হাজারও মুয়াহিদিন যে স্বপ্নের জন্য হিজরত করে এসেছেন এবং হাজারও পবিত্র ও দয়ালু আত্মা উদার ভাবে উৎসর্গ করেছেন তা জীবন্ত দাফন করা যায়। তাহলে এটা কি আদৌ কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী কোন দাবি বা কোন যুক্তি বা হিকমত থেকে পাওয়া ? তাহলে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কি অন্য কোন রহস্য লুকায়িত আছে? এটা তাহলে এই যে তাদের মানহাজ পরিবর্তন ও বদলে গেছে! তাহলে যাচাই কর হে মুজাহিদ, কার হাত তুমি ধরবে? এবং কাদের দলে তুমি থাকবে? হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে একত্রিত হয়ে পুনরায় দুর্বল হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তাই নিশ্চিত হও হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকেরা, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা ইমাম শাইখ উসামাহ এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষীদের আমীর আবু মুসআব আয-জারকাওয়ি, দাওলাতুল ইসলামের

[2] প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে দাওলাহ উসমানিয়্যাহ-কে পরাজিত করার লক্ষ্যে ফ্রান্স-ব্রিটেন যুগ্মভাবে "সাইক্স-পিকো" চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যকে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে।

প্রতিষ্ঠাতা আবু উমার আল-বাগদাদী এবং যুদ্ধমন্ত্রী আবু হামজা আল-মুহাজির এর মানহাজের উপর অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহর ইচ্ছায় কখনই কখনই, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা বদলাব না বা পরিবর্তন করব না, যতক্ষণ না আমরা সেই স্বাদ পাই যা তাঁরা পেয়েছেন।

আমরা খিলাফাহর পথে অগ্রসর হচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় কোন কিছুই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় একে(খিলাফাহ) ফিরিয়ে আনব এবং ফিরিয়ে আনব এর উচ্চতা, ফিরিয়ে আনব এর মর্যাদা আমাদের রক্তের দ্বারা, আমাদের খুলির দ্বারা, আমাদের লাশের দ্বারা! তাই তোমরা ওয়াদা বদলাবে না বা পরিবর্তন করবে না। মুহাজিরেরা দাওলাতুল ইসলামে দলে দলে আসতেই থাকবে, এমনকি যদি তাদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়, কারাগারে অচেতন করা হয়, কখনই তাদের ও দাওলাহ’র মধ্যে সন্দেহ আসবে না, কোন তাগুত তাদেরকে আটকাতে পারবে না বা তাঁরা পথভ্রষ্টদের মাধ্যমে অস্পষ্টতার মধ্যে পড়বে না। তাদের রব তাদেরকে বের করে আনবে, তাদেরকে পথ দেখাবে এবং তোমার রব তোমার পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

হে আল্লাহ, এই রাষ্ট্র যদি খারেজীদের রাষ্ট্র হয় তাহলে এর মেরুদণ্ড ভেঙে দিন, এর নেতাদের মেরে ফেলুন, এর ঝান্ডাকে বিদীর্ণ করুন এবং এর সৈনিকদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ, এই রাষ্ট্র যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয় যা আপনার কিতাব ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ দ্বারা শাসন করে, আপনার শত্রুদের সাথে লড়াই করে, তাহলে একে অটল রাখুন, একে সম্মানিত করুন, একে বিজয় দান করুন, একে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং একে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ বানিয়ে দিন। আমিন বল, হে মুসলমানেরা।

হে আল্লাহ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন যারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে এবং যারা মুসলিমদের কথাকে বিভক্ত করেছে, কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করেছে, মুমিনদেরকে রাগান্বিত করেছে এবং বছরের পর বছরের জন্য জিহাদকে প্রলম্বিত করেছে।

হে আল্লাহ, তাদের গোপন ও লুকায়িত উদ্দেশ্য গুলোকে প্রকাশ করে দিন, তাদের উপর আপনার রাগ ও অভিশাপ পাঠান এবং আমাদেরকে তাদের মধ্যে আপনার শক্তি ও ক্ষমতার অলৌকিকতা দেখান। আমিন বল, হে মুসলমানেরা।